দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR 19 2002
তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

# সার্ককে গতিশীল করুন

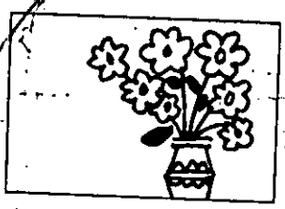

বহুদিন থেকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা অর্থাৎ সার্ক প্রায় অচল হয়ে আছে। এতে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে সমস্যা। সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরে এসে জাতিসংঘ মহাসচিব কোফি আনানও এই অচল অবস্থা বা স্থবিরতা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। গত বৃহস্পতিবার দৈনিক জনকণ্ঠ ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গত বুধবার বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের মধ্যে অনুষ্ঠিত আনুষ্ঠানিক বৈঠকে ভাষণদানকালে জাতিসংঘ মহাসচিব কোফি আনান দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সার্ককে গতিশীল করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে এ ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

১৯৮৫ সালের ৭ এবং ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক শীর্ষ বৈঠকে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও পাকিস্তানকে নিয়ে সার্ক গঠিত হয়। গঠন পরবর্তীকালে কিছুদিন সার্কে গতিশীলতা পরিলক্ষিত হলেও বর্তমানে সার্ক নিশ্চল হয়ে আছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, সার্ক এখনও স্থবিরতা রোগে আক্রান্ত। অবশ্য এর আগেও সার্কে স্থবিরতা দেখা গেছে। ফলে সে সময় সার্কের সকল কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে। ১৯৯৯ সালে নেপালের রাজধানী কাঠমন্ডুতে সার্কের শীর্ষ বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও তা আজ পর্যন্ত হয়নি। এর কারণও ছিল। কারণগুলো হলো পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান, নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা হরণ, সামরিক শাসকের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকে বসতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর অনীহা। উল্লেখ্য, বিশ্বের প্রায় সকল দেশই পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থানে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এটাই স্বাভাবিক। অথচ এই পটভূমিতেই সার্ক স্থবিরতার কবলে পড়েছে। তবে এই স্থবিরতা যে নতুন নয়, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। মাঝে মাঝেই যৌক্তিক বা অযৌক্তিক কারণে সার্ক এই রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু এবারের মতো দীর্ঘ স্থবিরতা এর আগে আর দেখা যায়নি। বস্তুত সার্কের দুই সদস্য দেশ ভারত ও পাকিস্তানের জন্যই সার্কে এই জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এই দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশের কূটনৈতিক যুদ্ধে সার্কের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। স্বাভাবিক কাজগুলোও আলোর মুখ দেখছে না। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজ্জাদ সার্ক জটিলতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলে কিছুদিন আগে বিভিন্ন পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তিনি নন, বাংলাদেশ সফরে এসে কিছুদিন আগে শ্রীলঙ্কার শিল্পমন্ত্রী প্রফেসর জিএল পেরিসও এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি একটি পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে যে, তিনি উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি এ কথাও বলেছেন, প্রধানত ভারতের জন্যই সার্ক গতিশীল হতে পারছে না। এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক যে, যাত্রার ১৫ বছরের মধ্যেই আঞ্চলিক সহযোগিতার এই সংস্থাটি মুমূর্ষু অবস্থায় অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে দিনাতিপাত করছে। তবে আশার কথা যে, সার্কের বর্তমান চেয়ারপার্সন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা অচলাবস্থা নিরসনের জন্য জোর তদ্বির শুরু করেছেন। তিনি এজন্য সম্প্রতি ভারত সফর করেছেন। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে আলোচনাকালে ভারতের নেতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবে সার্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের স্থায়ী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী সম্মতি দিয়েছেন বলে জানা গেছে। ফলে এখন স্বাভাবিকভাবেই শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠান সম্পর্কেও আশাবাদ জাগ্রত হয়েছে। তবে লক্ষণীয় যে, ভারত ধীরে ধীরে সার্কের প্রক্রিয়ায় ফিরে আসতে শুরু করেছে। ভারতের এই ধীরগতির কারণ যতটা পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন পুনর্প্রবর্তন না হওয়া তার চেয়ে বেশি হলো কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা। ভারত কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে এখন পাকিস্তানের মনোভাব পরীক্ষা করছে।

উল্লেখ্য, গত জানুয়ারি মাসে ঢাকায় সার্ক কর্মকাণ্ড বেগবান করার লক্ষ্যে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সম্মেলনে বিশেষজ্ঞরা এই অভিমত প্রদান করেন যে, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বর্তমানে বিভিন্ন এলাকায় আঞ্চলিক সহযোগিতা জোটের কার্যক্রম বেশ জোরদার হলেও এই ক্ষেত্রে সার্কের কার্যক্রম হতাশাজনক। বিশেষজ্ঞদের এই অভিমত সার্কভুক্ত দেশগুলোর জন্য দুঃখজনক। যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে সার্ক গঠিত হয়েছিল, স্থবিরতার কারণে যদি সেই লক্ষ্য অর্জিত না হয় তাহলে তা লজ্জারও বিষয় হয়ে উঠবে।

জাতিসংঘ মহাসচিব কোফি আনান সার্ককে গতিশীল করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে পূর্ণ সহযোগিতার যে আশ্বাস দিয়েছেন সেই আশ্বাস অনুযায়ী যাতে তাঁর সহযোগিতা লাভে সার্ক ব্যর্থ না হয় সে জন্য সদস্য দেশগুলোকে বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানকে সচেতন হতে হবে। কোফি আনানের কথায় সকলের মধ্যেই আশার সঞ্চার হয়েছে বলে আমরা মনে করি। সকলেই এখন নতুনভাবে উৎসাহিত হবে এবং সার্ক পূর্ণোদ্যমে কার্যক্রম শুরু করবে এটাই প্রত্যাশা।